হিমালয় প্রসঙ্গ

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা ১৯৭৬ সালের কালীঘাট-এ, কয়েকজন বিশিষ্ট হিমালয়প্রেমীর হাত ধরে। কালক্রমে পরিষদ কলেবরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, মিলেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে হিমালয়প্রেমীদের সাড়া। পরবর্তীকালে পরিষদের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের ভূগোল বিভাগে। পরিষদের প্রধান মুখপত্র 'হিমালয় প্রসঙ্গ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। এরপর থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চৌত্রিশ বছর ধরে পরিষদ পত্রিকার প্রকাশনা করে চলেছে। বর্তমানে 'হিমালয় প্রসঙ্গ' বাঙলা ভাষায় হিমালয় সম্বন্ধীয় আলোচনার ক্ষেত্রে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাম।

হিমালয়ের যেকোন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত পর্বতাভিযান, পদযাত্রা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, গবেষণা, শিক্ষাশিবির সম্পর্কিত লেখার জন্য 'হিমালয় প্রসঙ্গ' আপনাকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ। এই অঞ্চলের পথনির্দেশ, ভূগোল, ইতিহাস, পরিবেশ, সমাজ, ধর্ম, ভাষা, কৃষি, রাজনীতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ের উপর আপনার প্রবন্ধ পাঠককে হিমালয় প্রেমে অনুপ্রাণিত করুক। ফুলস্কেপ কাগজে ৮/১০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রয়োজনে ম্যাপ ও ছবিসহ আপনার মূল্যবান লেখা 'হিমালয় প্রসঙ্গ'-তে প্রকাশের জন্য পাঠান।

'হিমালয় প্রসঙ্গ' আপনাকে হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের সভ্য হতে উৎসাহিত করুক। লেখা পাঠানো, বিজ্ঞাপন, পরিষদের সদস্যভূক্তি, পত্রিকা ক্রয় অথবা অন্য যেকোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা—

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ

কক্ষ-৫২৬, ভূগোল বিভাগ, বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ

৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১৯

ই-মেল himparishad@gmail.com

ওয়েবসাইট www.himparishad.org

ISSN 2231-1076

হিমালয় প্রসঙ্গ

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের মুখপত্র : ২০১৭-১৮

হিমালয় প্রসঙ্গ

২০১৭-১৮

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ

কক্ষ-৫২৬, ভূগোল বিভাগ, বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ

৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১৯

ই-মেল : himparishad@gmail.com

ওয়েবসাইট : www.himparishad.org

হিমালয় প্রসঙ্গ ২০১৭-১৮
ISSN No. : 2231-1076

প্রকাশকাল : জুলাই, ২০১৮

প্রকাশ স্থান : হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ
কক্ষ-৫২৬, ভূগোল বিভাগ, বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ
৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১৯

মুদ্রাকর : ইউনিক ফটোটাইপ
৪৯, গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

সম্পাদক : শুভমিতা চৌধুরী
সহ সম্পাদক : নবেন্দু শেখর কর

প্রচ্ছদ চিত্র : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : ৭৫ টাকা

প্রকাশক : সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
সচিব, হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ

সম্পাদকীয়

হিমালয় সংক্রান্ত গবেষণা ও পর্যালোচনার ব্যাপ্তি সুবিশাল। আজকের পরিবেশ-আলোচনাতে হিমলয়ের পরিবেশ, জীববৈচিত্র ও জনজীবন বার বার উঠে আসে। বিশ্বউষ্ণায়ণ, জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ও হিমালয়ের হিমবাহের উপর তার প্রভাব- আজকের পরিবেশ নিয়ে ভাবনাচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র উত্তরাখন্ডের হিমলয়েই ৩৩৬ টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সরকারি পরিকল্পনা রয়েছে। হিমলয়ের মতন ধ্বস ও ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে এই ধরণের তথাকথিত উন্নয়ন মূলক প্রকল্প পরিবেশগত ভারসাম্যকে কতটা বিঘ্নিত করতে পারে তা ভাববার বিষয়। আবার তিব্বতীয় অঞ্চলে ভারত-চীন সীমান্ত বরাবর সেনাবাহিনীসহ ভারী যানবাহনের যাতায়াতের ফলে ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থানে যে সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে তাও বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন। হিমালয় প্রসঙ্গ পত্রিকাতে এমন ধরণের গবেষণামূলক লেখাকে আহ্বান জানাই। বর্তমান পরিবেশ ও উন্নয়নের টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে এমন বিশ্লেষণধর্মী লেখা এই পত্রিকাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলবে।

সূচিপত্র

লাদাখ : এক ভৌগলিক বর্ণনা	গৌরব বেরা	৭
হিমালয়: বিপরীত ভাবে সজ্জিত রূপান্তরিত শিলার পর্যায়ক্রম	অপরূপা ব্যানার্জী	১৭
দার্জিলিং জেলার গত ১১৬ বছরের (১৯০১-২০১৬) বৃষ্টিপাতের ভৌগলিক আলোচনা ও গুরুত্ব	অরিন্দম সরকার	২১
শীতের দার্জিলিঙ থেকে গ্যাংটক ও পেলিং পরিভ্রমণ	চুমকি পিপলাই	২৮
‘জলঘড়ি’র বহুমাত্রিক পাঠ, বহুবর্ণিল অনুভব: প্রসঙ্গ হিমালয়	দেবায়ন চৌধুরী	৩৩

লাদাখ : এক ভৌগলিক বর্ণনা

গৌরব বেরা

লাদাখ-এক স্বর্গীয় স্থান—যেখানে অভাবনীয় সৌন্দর্য নিয়ে বরফশৃঙ্গরা বিরাজমান এবং অসাধারণ ও অদ্বিতীয় সৌন্দর্যের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের বসবাস। ট্রান্স হিমালয়ান পর্বতমালায় লাদাখ অবস্থিত। বিশুদ্ধ আবহাওয়া, অসাধারণ পরিবেশ, গাঢ় নীল আকাশ এবং অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার জন্য লাদাখ বিখ্যাত। লাদাখ বিশ্বের দুটি অন্যতম পর্বতমালা হিমালয় ও কারাকোরাম দ্বারা বেষ্টিত। বিশ্বের কিছু সুউচ্চ ও সুন্দর গিরিপথ এবং রাস্তার জন্যও লাদাখ বিখ্যাত। লাদাখের নিজস্ব এক অনন্য অপরূপ মুগ্ধতাপূর্ণ সৌন্দর্য আছে, যা সারা বিশ্বের মানুষকে আকর্ষণ করে। লাদাখে প্রাচীণ ধর্ম, প্রাচীণ সংস্কৃতির ইতিহাস এবং ঐতিহ্যশালী কিছু মিশনারিস ও মঠের সমাহার লক্ষ করা যায়। এছাড়া দর্শনার্থীদের সমাগম ও কম নয়। বরফের হিমবাহ ছাড়াও এর অসাধারণ সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এর স্বচ্ছ হ্রদ, খরস্রোতা নদী এবং এখানকার বৌদ্ধ ধর্মস্থানগুলিতে। এখানকার অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রাচীন বিখ্যাত বৌদ্ধিক ধর্মস্থান, প্রাচীন গ্রাম ও পর্বত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বার বার ফিরে আসার জন্য। লাদাখ, লে ও কার্গিল এই দুটি জেলা নিয়ে গঠিত। লাদাখের ভূ-প্রকৃতি, বিশাল উচ্চতা এবং চরম আবহাওয়ার কারনে এটি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এখানে বছরে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এই উচ্চ শীতল মরুভূমি অঞ্চলটি প্রায় ৫৮০০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। লাদাখ ভারতের সর্বাধিক উচ্চ মালভূমি। এটি কার্গিল (২৭৫০ মিটার) থেকে প্রায় কারাকোরাম পর্বতের (৭৬৭২ মিটার) মধ্য দিয়ে কাংড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও এখানে মনুষ্য বসতি ২৭০০-৪৫০০ মিটার উচ্চতায় পরিলক্ষিত হয়।

প্রায় সারা বছর জুড়ে শীতল মরুভূমি বরফ দ্বারা ঢাকা থাকে। শীতল বাতাসের কারণে আবহাওয়া খুব একটা আরামদায়ক নয়। শুধুমাত্র চারটি মাস লাদাখ ভ্রমণের উপযুক্ত সময়। মে মাসের আগে ও সেপ্টেম্বর মাসের পর আবহাওয়া প্রতিকূল থাকে। যারা রোমাঞ্চকর অভিযানকে ভালোবাসে তাদের পর্বতারোহনের উপযুক্ত সময় হল জুলাই এবং আগস্ট। সেই সময় ধর্মীয় স্থানগুলিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ও সেই উপলক্ষে 'মুখোশ নাচ' বিনোদনকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

লাদাখ সম্পর্কিত কিছু ভৌগলিক তথ্য:

- উপজেলা : লে ও কার্গিল
- মোট এলাকা : ৫৮০৩৬ বর্গ কিমি

- অক্ষাংশ : ৩২° - ৩৬° উত্তর
- দ্রাঘিমাংশ : ৭৫° - ৮০° পূর্ব
- উচ্চতা : ২৯০০মিটার - ৫৯০০মিটার
- বৃষ্টিপাত : বার্ষিক গড়ে ১৫ সেন্টিমিটার
- পর্বতশৃঙ্গ : কারাকোরাম, লাদাখ, জাস্কর
- বিখ্যাত হ্রদ : প্যাংগং, সোমোরিরি ও সোকার
- বিখ্যাত নদী : ইন্দাস, সিয়ক, সুরু ও জাস্কর

লাদাখের আবহাওয়া সর্বদা চরম থাকে এবং প্রকৃত অর্থে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন-২০ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে সর্বোচ্চ ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে বিরাজ করে। শীতকালে প্রচন্ড বরফ পড়ার কারণে আকাশপথ ছাড়া লাদাখে অন্য কোনো পরিবহন বা যাতায়াত সম্ভব নয়। মে এবং জুন মাসে দিনের বেলা সুন্দর সূর্যের আলো দেখা যায় এবং সন্ধ্যায় উষ্ণতা কম থাকে। জুলাই এবং আগস্ট হল খুবই আরামদায়ক ও উপভোগ্য মাস। এই সময় পর্বতের উপরের বরফ ঘন নীল আকাশকে স্পর্শ করে। অতি উচ্চতার কারনে এবং অক্সিজেনের অভাবে লাদাখের পর্যটকেরা অসুস্থ হয়ে পড়েন, যার লক্ষণগুলি হল মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট, দুর্বল হয়ে পড়া, ঘুম পাওয়া, বমি বমি ভাব, মাথা ঝিমঝিম ইত্যাদি। এর থেকে বাঁচার একটাই উপায় হল নিজের শরীরকে আবহাওয়ার চরম প্রতিকূলতার সাথে মানিয়ে চলার উপযোগী করে তোলা। এই কারনে শ্বাসকষ্ট, উচ্চরক্তচাপ, উচ্চচিন্তাযুক্ত রোগীদের এই উচ্চতায় না যাওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়।

শ্রীনগর লে পথের আকর্ষণীয় স্থানসমূহ

এই ৪৩৪ কিলোমিটার বিস্তৃত পথটি প্রাচীন বানিজ্যপথ হওয়ায় এখানে অনেক ঐতিহাসিক গ্রাম রয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু অতি প্রাচীণ, তাৎপর্যপূর্ণ, ও মনুষ্য জাতির উপস্থিতির স্বাক্ষ্য বহনকারী। এই পথটিতে তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বরফাচ্ছাদিত গিরিপথ ও ছবির মতো কিছু শহর আছে।

যোজিলা পাস : শোনমার্গ থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে যোজিলা হল এই পথের প্রথম ও দুর্গম গিরিপথ। এখানে গ্রীষ্মকালেও গভীর বরফের চাঁই দেখা যায়। এই গিরিপথে রাস্তাকে ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষন করা যায় না এবং যেকারনে এই যাত্রাপথটি সুগম নয়। এখানে বৃষ্টি হলে অতি ভয়ঙ্কর বালিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। লাদাখের প্রবেশদ্বার এই গিরিপথটি শীতকালে বন্ধ থাকে। এটি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বা মে মাসের যখন বরফ গলতে শুরু করে তখনই যানবাহন চলাচলের জন্য খোলা হয়।

দ্রাস : যোজিলা পাস অতিক্রম করার পর পরবর্তী থামার স্থান হল দ্রাস।

সাইবেরিয়ার পর পৃথিবীর দ্বিতীয় শীতলতম স্থান হল দ্রাস, যা ৩৩০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। দ্রাস যাওয়ার এই পথ অতিক্রম করতে হয় উচ্চ পার্বত্যভূমির তৃণভূমি মধ্য দিয়ে যা বিচিত্র ফুলের শোভায় সজ্জিত। এই জায়গা থেকে বিখ্যাত টাইগার শৃঙ্গটি দেখা যায়, যা ১৯৯৯ সালে ভারত-পাক কার্গিল যুদ্ধ চলাকালীন বিখ্যাত হয়েছিল।

কার্গিল : দ্রাসের পর এই পথ কার্গিল অভিমুখী। এটি শ্রীনগর ও লে অঞ্চলের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এটি লাদাখের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং 'সুরু' নদীর তীরে অবস্থিত। এটি খুব উর্বর উপত্যকা এবং এটি অতিক্রম করার পর লাদাখের তুষারাবৃত মরুভূমি শুরু হয়। মধ্য এশিয়া, বালুচিস্তান, তিব্বত এবং আফগানিস্থানের মধ্যে বিস্তৃত প্রাচীন বাণিজ্যপথের মধ্যে একসময় কার্গিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। এই স্থান ১৯৯৯ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। কার্গিল হল জাস্কর উপত্যকার প্রবেশ পথ।

মুলবেক : কার্গিলের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল মুলবেক যেখানে হলুদ গোলাপের মনোরম শোভা লক্ষ্যনীয়। মূলবেক থেকে লামায়ুরু যাওয়ার পথের শেষ পর্যায়ে দুটি শ্বাসরোধকারী ও বিস্ময়কর গিরিপথের দৃশ্য দেখা যায়। প্রথমটি হল নামিকা লা (৩৭৬০ মিটার) যা মুলবেক থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নামিকা-লা-র অর্থ হল ''আকাশের স্তম্ভ''। এই পথের ওপর অন্য গিরিপথটি হল কোটু লা (৪১৪৭ মিটার) যা শ্রীনগর— লে পথের উচ্চতম গিরিপথ। এই গিরিখাত থেকে বেরোনোর পর ভূমিভাগ খুবই সুন্দর। এর পরবর্তী স্থান হল লামায়ুরু। লামায়ুরু বৌদ্ধমঠ হল লাদাখের সমস্ত মঠের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। এই মঠ 'মুনল্যান্ড' নামক রহস্যময় এবং সুন্দর পর্বতসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখান থেকে লে শহর ১২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

মানালি লে পথের রোমাঞ্চ

লাদাখ যাওয়ার বিকল্প পথ হল মানালি থেকে লে যাওয়ার রাস্তাটি। যদিও 'মানালি-লে' পথটি শ্রীনগর লে পথ অপেক্ষা কষ্টকর তবুও পর্যটকদের কাছে এটি বেশি জনপ্রিয়। তুষার পাতের কারণে এই পথটি সাধারণত মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। 'মানালি লে' পথটি বিশ্বের একটি অন্যতম চিত্তাকর্ষক পথ যেখানে একাধারে বৃহৎ হিমালয়ের আশ্চর্য সৌন্দর্য্য ও বন্ধুরতার মেলবন্ধন ঘটেছে। মানালি থেকে লে দুদিনের যাত্রাপথ। পথে কেলং, জিপসা, সারচু ও সোন্দে পাং এ বিশ্রাম নিতে হয়। পর্যটকদের এই ভ্রমণপথে চারটি গিরিপথ অতিক্রম করতে হয়। প্রথম গিরিপথটি হল রোটাং-লা যেটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৯৮০ মিটার উচ্চতায় এবং মানালি থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রোটাং পাস এর পর রাস্তাটি

লাহুল উপত্যকাতে অবতরণ করে ও গ্রামফু নামক একটি ছোট গ্রামে এসে মেশে। পরবর্তী স্থান হল কেলং যেটি লাহুল স্পিতি জেলার প্রধান দপ্তর। এখানে পর্যটকদের জন্য বেশ কিছু বাংলো এবং বেসরকারী হোটেল গড়ে উঠেছে। পরবর্তী গিরিপথটি বারালাচা-লা (৪৮৯২ মিটার) একাধারে ভয়ংকর ও অতীব সুন্দর। এই দুই গিরিপথ অতিক্রমের পর লে প্রবেশের আগে লাচুং লা (৫০৬৫ মিটার) এবং তাং লা-লা (৫৩৬০ মিটার) গিরিপথ দুটিকে অতিক্রম করতে হয়। এই ৪৭৫ কিলোমিটার বিস্তৃত পথটি নিঃসন্দেহে কষ্টকর। দরচা অতিক্রম করে আরো অধিক উচ্চতায় বারলাচা-লা-র দিকে ঢুকতে থাকলে শরীরে উচ্চতা সম্পর্কিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া শুরু হতে থাকে। ক্লান্তি, অত্যাধিক মাথা যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব যার সাধারণ কিছু উপসর্গ। বিশাল হিমালয় পর্বতমালার অনুর্বর ও তুষার মরুভূমির অপরূপ সৌন্দর্য এই ভ্রমনে এতকিছু বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

লাদাখের দর্শনীয় স্থানসমূহ

লাদাখ একটি অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। এই স্থান সংগীত, নৃত্য, সংস্কৃতি এবং তীর্থযাত্রার দিক থেকে ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই অগম্য ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের যাত্রা যেন এক নতুন পৃথিবীর রহস্যকে উন্মোচিত করে। এই অঞ্চলের বিশেষ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান হল—

শঙ্কর বৌদ্ধ মঠ : এই ছোট গুম্ফাটি স্পিটুক মঠের একটি শাখা এবং এখানে খাঁটি সোনার তৈরি অনেক ছোট চিত্র এবং তৈলচিত্রের সংগ্রহ দেখা যায়। লাদাখের অন্যান্য গুম্ফার মতো এটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত নয়। চুবি থেকে এখানে হেঁটেও আসা যায়। আবার গাড়ির রাস্তাও রয়েছে।

লে মসজিদ : লে'র ঐতিহাসকি স্থাপত্যকীর্তিটি তৈরী হয় প্রায় ১৬৬৬-৬৭ খ্রিষ্টাব্দে লাদাখের নামগায়াল বংশের রাজা ডেলডন নামগায়ালের রাজত্বকালে। এই মসজিদটি লে-র একটি প্রাচীন ঐতিহ্য বলে বিশ্বাস করা হয়।

শান্তি স্তূপ : এটি লাদাখের অতি সাম্প্রতিক ধর্মীয় স্তূপ। এটি নির্জন উঁচু স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ধ্যানের জন্য উপযুক্ত। প্রধান বাজার থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে উজ্জ্বল দীপ্তিমান লে উপত্যকার উপরে শান্তি স্তূপটিকে জাপানি গুম্ফাও বলা হয় যা ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে দলাই লামা তার পবিত্র হস্তে এটি উদ্বোধন করেন।

সিন্ধু দর্শন স্থান : হেমিস যাওয়ার পথে সিন্ধু নদীর পাড়ে 'সিন্ধু দর্শন' হল একটি সুন্দর বনভোজনের স্থান। প্রতিবছর জুন মাসে এখানে তিনদিন ব্যাপী সিন্ধু দর্শন উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের সূচনা হয় ১৯৫৭ সালে জাতীয় ঐক্য ও লাদাখে পর্যটন শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে। এই উৎসবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সামিল

হন। লাদাখ ও সমগ্র ভারত থেকে আগত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল তিন দিনের জন্য এই উৎসবটির উপস্থাপনা করেন।

শে প্রাসাদ : অন্যান্য বৌদ্ধ মঠ বা মনাস্টরী অপেক্ষা কিছুটা বৈচিত্রময় ও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বহনকারী শে প্রাসাদ, লে থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। মূলত শে হল নামগায়াল রাজবংশের বসতবাড়ি যাঁরা এখানে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বসবাস করছেন। যখন তারা নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা হারান, তখন এই শে প্রাসাদটিকে গুম্ফায় রূপান্তরিত করা হয়। এই গুম্ফাটি বৃহৎ ত্রিতল বিশিষ্ট এবং এটিতে তামা ও পিতল দিয়ে তৈরী, সিল্ক কাপড়ে ঘেরা একটি বিশেষ ধরনের বুদ্ধমূর্তি রয়েছে।

থিকসে বৌদ্ধ মঠ : লে থেকে ২১ কিলোমিটার দূড়ে সিন্ধু নদের তীরে থিকসে গুম্ফাটি অবস্থিত এটি মধ্য লাদাখের সবথেকে আকর্ষণীয় বৌদ্ধ গুম্ফা। ১০ টি মন্দির এবং একটি সন্ন্যাসীদের থাকার আশ্রম নিয়ে এই বারো তলবিশিষ্ট বিশাল গুম্ফা যেটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়। থিকসে গুম্ফার মূল আকর্ষণ হল প্রায় দ্বিতল ঘরের ন্যায় উচ্চতা সম্পন্ন মৈত্রেয়ী বুদ্ধর মূর্তি যা পদ্মের ওপর আসীন। ভারতে এই গুহাটি 'মিনি পোটালা' নামে পরিচিত। তিব্বতের লাসায় অবস্থিত পোটালা প্রাসাদের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। এই গুম্ফায় একটি মৈত্রেয়ী (ভবিষ্যৎ বুদ্ধ) মূর্তি রয়েছে, যার উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। দেবী তারার জন্য নির্মিত তারা মন্দিরটিও পর্যটকদের কাছে একটি আকর্ষন। গুম্ফা দর্শন ছাড়াও এখানে বিভিন্ন মূল্যবান স্তূপ, মূর্তি, থাংকা, চিত্রকলা এবং তরোয়াল দেখতে পাওয়া যায়। লে থেকে স্বল্প দূরত্বে অবস্থান করায় এই গুম্ফায় প্রার্থনার উদ্দেশ্যে ভক্তদের আগমন ঘটে।

লে থেকে বিভিন্ন পর্যটনস্থানের দূরত্ব

মানালি	:	৪৭৫	কিলোমিটার
শ্রীনগর	:	৪৩৪	কিলোমিটার
প্যাংগং লেক	:	১৫০	কিলোমিটার
সোমোরিরি লেক	:	২১০	কিলোমিটার
নুব্রা উপত্যকা	:	১৩৮	কিলোমিটার
লামায়ুরু	:	১০৯	কিলোমিটার
খারদুংলা গিরিপথ	:	৪০	কিলোমিটার
হেমিস মঠ	:	৪৮	কিলোমিটার
থিকসে মঠ	:	২০	কিলোমিটার

স্টাকনা মঠ : লে থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরত্বে লে-মানালি সড়কপথে সিন্ধু নদীর বাম তীরে অবস্থিত 'স্টাকনা মঠ'। থিকসে মঠ থেকে সামান্য দূরে পাহাড়ের মাথায় এটি অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বৌদ্ধ মঠটি নির্মিত হয়।

হেমিস মঠ : লে থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরত্বে সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত হেমিস গুম্ফাটি লাদাখের সর্ববৃহৎ এবং অভিজাত গুম্ফা, যেটি ১৬৩০ সালে রাজা সেংগি নামগায়াল-এর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়। গুম্ফাটি এই অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ গুম্ফা। জুন অথবা জুলাই মাসে এক বার্ষিক 'সে-চু' উৎসব এখানে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়। এই উৎসবের সময় অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির জয়কে পুন:প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান-এ মেতে ওঠেন। সাম্প্রতিক কালে হেমিস মঠের নিজস্ব এলাকায় পর্যটকদের জন্য অতিথিশালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হেমিস গুম্ফার অপর একটি আকর্ষণ হল এর সংগ্রহশালা যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম ও লাদাখের সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কিত দুর্লভ ও বিপুল সম্ভার রয়েছে। নানা ধরনের বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বৌদ্ধ পুরোহিতরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই সংস্কৃতিগুলিকে ও সংগ্রহগুলিকে সংরক্ষণ করেন। সংগ্রহশালাটিতে বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের মূল্যবান মূর্তি, ধর্ম সম্পর্কিত সরঞ্জাম, থাংকা, অস্ত্রশস্ত্র, নানা অলংকার ইত্যাদি রয়েছে।

স্পিটুক মঠ : একাদশ শতাব্দীতে এই প্রাচীন মঠটি তৈরী হয়। সিন্ধু নদের তীর বরাবর লে থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরত্বে এর অবস্থান। স্পিটুক মঠ পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত যেখান থেকে স্পিটুক গ্রামে ক্ষেত ও বসতবাড়িগুলি সহজেই দেখা যায়। স্পিটুকের বাড়িগুলিতে অনেক ধরনের থাংকা, প্রাচীন অস্ত্র এবং প্রতীকি চিহ্ন দেখা যায়। যেগুলি বৌদ্ধ দেবদেবীর অবয়বকে তুলে ধরে। জানুয়ারী মাসে স্পিটুক গুম্ফায় বাৎসরিক উৎসব সম্পাদিত হয়।

গুরুদ্বার পাথর সাহিব : লে থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরত্বে লে শ্রীনগর সড়কপথেই গুরুদ্বার পাথর সাহিব অবস্থিত। প্রথম শিখ গুরু নানক দেবকে উৎসর্গ করে এটি তৈরী করা হয়। বলা হয় যে নানক এখানে তিব্বত থেকে ফেরার পথে কিছুদিন ছিলেন এবং তিনি নিজের প্রার্থনার দ্বারা এক শয়তানকে সন্ততে পরিনত করেন। বর্তমানে এই গুরুদ্বার (শিখদের ধর্মস্থান) ভারতীয় সেনাবাহিনীর শিখ রেজিমেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ম্যাগনেটিক হিল : পাথর সাহিব গুরুদ্বার থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরত্বে এই ম্যাগনেটিক হিল সারা পৃথিবীর দর্শনার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাইনবোর্ড এর সামনে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করা হলে দেখা যায় গাড়ি নিজে থেকেই ক্রমশ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

প্যাংগং হ্রদ এর যাত্রাপথে : ৪৪২০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত প্যাংগং লেকটি এশিয়ার একটি বৃহৎ নোনা জলের হ্রদ যা লে থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এর

চারিদিকে রুক্ষ ও বন্ধুর পাহাড় বেষ্টন করে আছে। এবং এই হ্রদটির তিন চতুর্থাংশ চীনের অধীনে এটি ১৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৬ কিলোমিটার প্রশস্ত। হ্রদটির রং নীল, বেগুনি ও সবুজের মিশ্রন যা প্রতিদিন সূর্য ওঠানামার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। হ্রদের পাড়ে দুর্লভ কালো গলা সারস পাখিদের দল দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন যাযাবর পাখিদেরও হ্রদের এই আকর্ষণীয় ও মনোরম পরিবেশে দেখা যায়। এই ১৫০ কিলোমিটার যাত্রাপথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এবং উৎসাহ উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। কারু অতিক্রম করে এই পথ শুরু হয় চাং-লা পাসে ওঠার মধ্য দিয়ে, যেটি লাদাখের তিনটি উচ্চতম গিরিপথের মধ্যে অন্যতম। গাড়িতে কিছু কিলোমিটার গেলে পাহাড়ের মাথার ছেমডি মঠ অবস্থিত। মহারাজা ডেলডান নামগায়াল এই মঠটি তাঁর পিতা সাংগে নামগায়াল এর স্মরণে তৈরী করেন। প্রায় ১০০ জন লামার বসতি এই মঠটি হেমিস মঠের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। চাং-লা পাসে প্রবেশের পূর্বে একটি ছোট সড়কপথ ডাক-থক মঠের দিকে যায়। এই বৌদ্ধমঠটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫১৮৪ মিটার উধ্বে শক্তি' নামক একটি গ্রামে অবস্থিত। চাংলা পাসের যাত্রাপথে শক্তি গ্রামের উপত্যকায় ভ্রমনের দৃশ্যপট যাত্রীদের এই স্থানে আকৃষ্ট করে। লে থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে তৃতীয় উচ্চতম মোটর গাড়ির পরিবহনযোগ্য গিরিপথ হল চাং লা। এই পথটিতে ভ্রমণ একটি অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। প্যাংগং যাত্রাপথের কিছু দূরত্বে লাদাখ শৃঙ্গের সুন্দর ঝলক এবং স্থানীয় পশু ইয়াক দেখতে পাওয়া যায়। চাংলা পাস এর পর দারবক হল প্রথম স্থান যা টাংসে পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে। কখনো কখনো গ্রীষ্মকালে রাস্তার ধারে যাযাবর গোষ্ঠীর বসতি দেখতে পাওয়া যায়। যাত্রাপথে দুর্যোগের সম্মুখীন হলে টাংসেতে রাত্রি কাটাতে হয়।

লে থেকে সেমোরিরি হ্রদের যাত্রাপথ

লে থেকে ২১০ কিলোমিটার দূরত্বে ৪৫০০ মিটার উচ্চতায় সোমোরিরি হল অতিকায় চমৎকার নীল রঙের একটি স্বচ্ছ জলের হ্রদ। এটি ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৮ কিলোমিটার প্রশস্ত। হ্রদটির সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায় যখন এর চারপাশের পর্বতের ছায়া হ্রদের কেলাসের ন্যায় স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত হয়। হ্রদটির চারিধারে লাদাখের বন্যজীবন দর্শনের সুযোগ পাওয়া যায়। সোমোরিরি হ্রদের পশ্চিম অংশে ৪৫৭২ মিটার উচ্চতায় 'রুপসু উপত্যকায়' একমাত্র স্থায়ী গ্রাম হল কারজক, যেখানে ঢাং-পা যাযাবর সম্প্রদায়ের বসতি দেখা যায়। সোমোরির হ্রদের উত্তর পর্বতের গাত্রে 'সোকার হ্রদ' অবস্থিত যা সাদা হ্রদ অথবা লবনাক্ত হ্রদ নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটি ঐতিহাসিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীন যুগের যাযাবর গোষ্ঠী এই হ্রদ থেকে লবন সংগ্রহ করত এবং তা প্রয়োজনে বিনিময় করত। সাম্প্রতিককালে এটি বিদেশী পর্যটকদের